লাওদিকিয়া - নম্বর তিন

নিয়মগুলো কী?

Jeff Pippenger
2023-08-30

> আমাদের নিজেদেরই জানা উচিত খ্রিস্টধর্মের প্রকৃত সত্তা কী, সত্য কী, আমরা যে বিশ্বাস গ্রহণ করেছি তা কী, বাইবেলের বিধানসমূহ কী—যা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ আমাদের দিয়েছেন। ১৮৮৮ সালের উপকরণ, পৃষ্ঠা ৪০৩।

কয়েক বছর ধরে ফিউচার ফর আমেরিকা চিহ্নিত করেছে যে প্রকাশিত বাক্যের সাতটি মণ্ডলী কেবল প্রেরিতদের যুগ থেকে পৃথিবীর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আধুনিক ইস্রায়েলের ইতিহাসই প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং মোশির সময় থেকে স্তেফানকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার সময় পর্যন্ত প্রাচীন ইস্রায়েলকেও প্রতিনিধিত্ব করে। অ্যাডভেন্টিজমের অগ্রদূতরা এই সত্য শিক্ষা দেননি, কিন্তু যে নীতিগুলি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে তারা সেগুলি বুঝতেন এবং প্রয়োগ করতেন। যীশু আদি থেকেই পরিণাম চিহ্নিত করেন, এবং প্রাচীন ইস্রায়েল আধুনিক ইস্রায়েলকে প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, আধুনিক ইস্রায়েলের ভাববাদী বৈশিষ্ট্যের অংশ যে কোনো সত্য প্রাচীন ইস্রায়েলেও বিদ্যমান ছিল।

মিলারাইট ইতিহাসের পূর্বে, সাতটি গির্জা সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে সেগুলো যোহনের সময়ে ক্ষুদ্র এশিয়ায় বিদ্যমান বাস্তব গির্জাগুলিকেই নির্দেশ করে। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি আরও মনে করত যে পৃথক পৃথক গির্জার প্রতি দেওয়া উপদেশকে খ্রিস্টীয় ইতিহাস জুড়ে নানা গির্জার জন্য নির্দিষ্ট উপদেশ হিসেবে বোঝা যায়, এবং একই উপদেশ ও সতর্কবাণী ব্যক্তিগত খ্রিস্টানদের জন্যও প্রযোজ্য। তারা এও বুঝত যে সাতটি গির্জা শিষ্যদের যুগ থেকে পৃথিবীর অন্ত পর্যন্ত গির্জার ইতিহাসের সাতটি যুগকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মিলারাইট ইতিহাসের আগেই প্রচলিত ছিল। উইলিয়াম মিলারের পূর্ববর্তী যে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, তার ভিত্তি গঠনকারী সাতটি গির্জা সম্পর্কে ওই চারটি ধারণা অতীতে যেমন, এখনও তেমনি বাইবেলের ঐতিহাসিকতাবাদী ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ পদ্ধতিটিই ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা উইলিয়াম মিলারকে গ্রহণ করতে পরিচালিত করেছিলেন।

> এশিয়ার সাতটি মণ্ডলী খ্রিস্টের মণ্ডলীর ইতিহাস—তার সাতটি রূপে, তার সকল বাঁক-বদল ও মোড়-ফেরায়, তার সকল সমৃদ্ধি ও বিপর্যয়ে—প্রেরিতদের দিন থেকে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত। সাতটি সীল হলো পৃথিবীর ক্ষমতাবানরা ও রাজারা মণ্ডলীর উপর যে কার্যকলাপ চালিয়েছে তার ইতিহাস, এবং একই সময়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদের যে রক্ষা করেছেন তারও বিবরণ। সাতটি তূরী হলো পৃথিবীর উপর—অথবা রোমীয় রাজ্যের উপর—পাঠানো সাতটি স্বতন্ত্র ও কঠোর বিচারের ইতিহাস। আর সাতটি পেয়ালা হলো পোপীয় রোমের উপর পাঠানো সাতটি শেষ মহামারী। এসবের সঙ্গে মিশে আছে আরও বহু ঘটনা, উপনদীর মতো জড়িয়ে বোনা, যা ভবিষ্যদ্বাণীর মহানদীটিকে পূর্ণ করে তোলে, যতক্ষণ না সবকিছু শেষে আমাদের অনন্ততার মহাসাগরে পৌঁছে দেয়।
>
> "এটাই, আমার মতে, প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীর রূপরেখা। আর যে ব্যক্তি এই গ্রন্থটি বুঝতে চায়, তার ঈশ্বরের বাক্যের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত প্রতীক ও রূপকগুলোর সবই এই

> একই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়নি; বরং সেগুলো অন্য নবীদের গ্রন্থে খুঁজে নিতে হবে এবং ধর্মগ্রন্থের অন্যান্য অংশ দ্বারা সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে। অতএব স্পষ্ট যে, কোনো অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভের জন্যও ঈশ্বর সমগ্রটির অধ্যয়ন নির্ধারণ করেছেন।" উইলিয়াম মিলার, Miller's Lectures, খণ্ড ২, বক্তৃতা ১২, ১৭৮।

সিস্টার হোয়াইট মিলারের ধারণা অনুযায়ী 'ঐতিহাসিকতাবাদী' দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও সমুন্নত রেখেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ সম্পর্কে মিলারের তুলনায় আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি যোগ করেছিলেন, কারণ মিলার পবিত্রস্থানকে তার প্রকৃত রূপে চিনতে পারেননি। তিনি পবিত্রস্থানকে পৃথিবী বলেই বুঝেছিলেন। সিস্টার হোয়াইট উপলব্ধি করেছিলেন যে যীশু যখন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি প্রদান করেছিলেন, তখন খ্রিস্ট তা করেছিলেন তাঁর স্বর্গীয় মহাযাজক হিসেবে কাজের সাথে সমন্বয়ে।

যখন যোহন ফিরে তাকিয়ে খ্রিস্টকে দেখেন, তিনি যাজকীয় বস্ত্র পরিহিত হয়ে প্রদীপাধারগুলোর মধ্যে দিয়ে চলছেন, এবং প্রদীপাধারগুলো পবিত্র স্থানে অবস্থিত, অতএব এটি তাঁর স্বর্গারোহণের পরের ইতিহাসের কথা, তবে ১৮৪৪ সালে তিনি পরমপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার আগের সময়। মিলার এই বাস্তবতার তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। টিন্ডেল, লুথার বা জন উইক্লিফসহ প্রারম্ভিক কোনো সংস্কারকই তা বুঝতে পারেননি। সত্য ক্রমোন্নতিশীল; পূর্ণ দিনের দিকে এগোতে এগোতে তা আরও এবং আরও উজ্জ্বল হয়ে দীপ্ত হয়।

> রবিনসন ও রজার উইলিয়ামস যে মহৎ নীতির পক্ষে সগৌরবে সমর্থন করেছিলেন—যে সত্য অগ্রগতিশীল, এবং যে খ্রিষ্টানদের উচিত ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য থেকে যে আলো উদ্ভাসিত হতে পারে তা সব গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত থাকা—তাদের উত্তরসূরিরা সেই নীতিকে উপেক্ষা করেছিল। আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি—এবং ইউরোপেরগুলিও—ধর্মসংস্কারের আশীর্বাদ লাভে এত বিলম্বভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েও, সংস্কারের পথে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হলো। যদিও সময়ে সময়ে কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি নতুন সত্য ঘোষণা করতে এবং দীর্ঘদিনি লালিত ভ্রান্তি উন্মোচন করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তবু অধিকাংশই, খ্রিষ্টের যুগের ইহুদিদের মতো বা লুথারের সময়ের পোপপন্থীদের মতো, তাদের পিতৃপুরুষরা যেমন বিশ্বাস করেছিলেন তেমনি বিশ্বাস করে এবং যেমন বেঁচেছিলেন তেমনি বাঁচতে সন্তুষ্ট ছিল। অতএব ধর্ম আবার আনুষ্ঠানিকতায় অবক্ষয়িত হলো; এবং যে ভুল ও কুসংস্কারগুলো গির্জা যদি ঈশ্বরের বাক্যের আলোর মধ্যে চলতে থাকত তবে ত্যাগ করা হতো, সেগুলোই বরং ধরে রাখা ও লালিত হলো। এইভাবে ধর্মসংস্কার-অনুপ্রাণিত চেতনা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল, এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলিতে সংস্কারের প্রয়োজন লুথারের সময়ের রোমান গির্জার প্রয়োজনের প্রায় সমান হয়ে দাঁড়াল। সেখানে ছিল একই রকম জাগতিকতা ও আত্মিক জড়তা, মানুষের মতামতের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধাবোধ, এবং ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার স্থলে মানব-প্রণীত তত্ত্ব বসিয়ে দেওয়া। The Great Controversy, 297.

ইতিহাস জুড়ে সত্য যে ক্রমবর্ধমানভাবে বিকশিত হয়—এই বিষয়টি যদি স্বীকৃত না হয়, তবে এই শেষ প্রজন্মে কোনো নতুন আলোর তাৎপর্য অনুধাবন করা হয়তো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। যখন কেউ 'সত্য'-এর ক্রমবিকাশমান স্বভাবটি বোঝা বন্ধ করে, তখনই সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথা ও রীতিনীতি এবং পতিত মানবীয় পথনির্দেশের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে।

মিলার যে পদ্ধতি প্রয়োগ করছিলেন, তা একটি পথচিহ্ন, যা সমগ্র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাজুড়ে প্রসারিত এবং প্রেরিতদের থেকে শুরু হওয়া বাইবেলীয় সত্যের বিকাশের সাক্ষ্য প্রদান করে। তবু মিলারের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সেই পথচিহ্নে আমরা এমন এক সূচনা পাই, যা শেষে একটি সমকক্ষ প্রতিরূপ দাবি করে। অধিকাংশ মানুষ কখনোই এই বাস্তবতাগুলি বোঝে না, কিন্তু শয়তানের ক্ষেত্রে তা নয়।

স্বর্গে বিদ্রোহ করার পর থেকে শয়তান সত্য এবং তার বিকাশের বিরোধিতা করে আসছে। ইতিহাস এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল, যখন সংস্কারকরা বাইবেল কীভাবে অধ্যয়ন করতে হয় তা স্পষ্টভাবে বুঝতে শুরু করলেন, তখন শয়তান স্বভাবমতোই জাল প্রতিরূপ প্রবর্তন করল। সত্যকে নকল করার তার কাজের ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখায় যে রিবেরা ও লুই দে আলকাজারের মতো যাজুয়িটরা তাদের জাল পদ্ধতিকে বিশেষভাবে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। "প্রিটারিজম" নামে পরিচিত যে বিকৃত পদ্ধতি, তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে সেই ভ্রান্ত পদ্ধতির দুই প্রধান প্রতিনিধির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন কাইসারিয়ার ইউসেবিয়াস (260–339), আরেকজন ছিলেন পেট্টাউ-এর ভিক্টরিনাস (প্রায় 304 সালে মৃত্যু)। এই দুই প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বই এমন পদ্ধতি প্রচার করেছিলেন, যা বলত যে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটি রোমান সাম্রাজ্যের সময়েই পূরণ হয়েছে, কুখ্যাত সম্রাট নিরোর মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যের জন ডার্বি (১৮০০–১৮৮২) আরেকটি শয়তানি পদ্ধতি পরিচয় করিয়ে দেন; যা আমরা পূর্বে ‘ট্রোজান হর্স বাইবেল’ হিসেবে চিহ্নিত স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেলের পাদটীকায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। "ডিসপেনসেশনালিজম" একটি ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো, যা ইতিহাস এবং মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে পৃথক পৃথক পর্ব—অথবা "ডিসপেনসেশন"—এ ভাগ করে, যেখানে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাঁর পরিকল্পনা পরিচালনা করেন। আমি এটি এখানে উল্লেখ করছি, কারণ এটি সেই মিথ্যার একটি, যা ডার্বি যেখানে তার শয়তানি ধারণাগুলি প্রচার করেছিলেন, সেই একই অঞ্চলের কিছু কণ্ঠ Future for America আন্দোলনে নিয়ে এসেছিল। Future for America-কে আক্রমণকারী ডার্বির ধারণাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল তথাকথিত আধুনিক "ওয়োক" আন্দোলনের দর্শন, যা ফরাসি বিপ্লবে প্রতিফলিত একই অরাজকতা এবং সদোম ও গোমোরাহে প্রতিফলিত একই লাম্পট্যকে প্রচার করে।

আজ আধুনিক অ্যাডভেন্টিজমের ধর্মতত্ত্ববিদরা বাইবেলের সত্যগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করার একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যা বাইবেলীয় ব্যাখ্যার এক দ্বিবিধ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে; এটি তারা বাইবেল ও ভাববাণীর আত্মা—উভয়কেই—ক্ষুণ্ন ও অস্বীকার করতে কাজে লাগায়। তারা মানুষকে হয় বাইবেলীয় ভাষার বিশেষজ্ঞ, নয়তো বাইবেলীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে আজ অ্যাডভেন্টিজমের ধর্মতত্ত্ববিদরা লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজমের মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন—ঈশ্বরের বাক্যকে ইতিহাস সম্পর্কে পতিত মানুষের বোধ বা ভাষা সম্পর্কে পতিত মানুষের বোধের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে। আপনি এখন যে বার্তাটি পড়ছেন তাকে আক্রমণ করতে যে আধুনিক ভ্রান্তির প্রকাশগুলো প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমরা ফরাসি বিপ্লবের প্রতীকবাদ বিবেচনা করার সময় এই নিবন্ধগুলোতে আরও আলোচনা করব। শয়তান জীবিত, এবং সে জানে তার সময় স্বল্প। মিলারের নিয়মসমূহের শেষ নিয়ম, নম্বর চৌদ্দ, নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে দিয়ে শেষ হয়।

"আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে শেখানো ধর্মতত্ত্ব সর্বদাই কোনো না কোনো সম্প্রদায়গত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি ফাঁকা মনের ওপর এ ধরনের ছাপ বসানো যেতে পারে বটে, কিন্তু এর পরিণতি সর্বদাই ধর্মান্ধতায় গিয়ে থামে। একটি মুক্ত মন কখনোই অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তুষ্ট হবে না। যদি আমি ধর্মতত্ত্বে তরুণদের শিক্ষক হতাম, আগে তাদের সামর্থ্য ও মনন বুঝে নিতাম। সেগুলো যদি ভালো হতো, আমি তাদেরকে নিজেরাই বাইবেল অধ্যয়ন করতে বলতাম, এবং তাদেরকে স্বাধীনভাবে বিশ্বের কল্যাণে কাজ করতে পাঠাতাম। কিন্তু যদি তাদের নিজের মন না থাকত, আমি তাদের ওপর অন্যের মননের ছাপ বসাতাম, তাদের কপালে 'ধর্মান্ধ' লিখে দিতাম, এবং তাদেরকে দাসরূপে পাঠাতাম!" উইলিয়াম মিলার, মিলারের রচনাবলী, খণ্ড 1, 24.

প্রকাশিত বাক্যের দ্রষ্টা যোহনের জীবনের পরপরই যে সময়ে, এবং ধর্মসংস্কার যুগেও, শয়তান সক্রিয়ভাবে মিথ্যা ভাববাদী পদ্ধতি সৃষ্টি করছিল, সত্যিকারের বাইবেলীয় বিশ্লেষণকে বিভ্রান্ত ও ধ্বংস করার জন্য। এই ঐতিহাসিক সত্যগুলোতে যে বিষয়টি কখনও কখনও উপেক্ষিত হয়, তা হলো ঐ সব শয়তানি পদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোনো গ্রন্থকে নয়, কেবল প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থকেই লক্ষ্য করেছিল। শয়তানি বিভ্রান্তির এসব প্রবক্তার প্রত্যেকেরই কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেটিই। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ সবসময়ই শয়তানের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। শয়তান জানে, তাকে যে গ্রন্থটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তা হলো প্রকাশিত বাক্য। যখন আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করি, তখন আমরা আরেকটি অদৃশ্য বাস্তবতাও চিনতে পারি, যা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে।

জেসুইটদের ভ্রান্ত পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা ঠেকানো যে রোমান চার্চের পোপই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর খ্রিস্টবিরোধী। প্রতিটি প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারকই এই সত্যকে স্বীকার ও চিহ্নিত করেছিলেন। অতএব, অতীতে যখন রিবেরো ও লুইস দে আলকাজারের মতো ব্যক্তিদের সঠিক ইতিহাস বক্তৃতা ও প্রকাশনার মাধ্যমে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে, তখন সেই ইতিহাস ব্যবহার করা হয়েছে "পাপের মানুষ" সম্বন্ধে সঠিক বোঝাপড়া ঠেকাতে শয়তানি প্রচেষ্টাগুলো প্রদর্শনের জন্য। এই শয়তানি পদ্ধতিগুলোর প্রবর্তনের উদ্দেশ্য উন্মোচনকারী লিখিত বা মৌখিক সাক্ষ্যসমূহ যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত সঠিক; কিন্তু শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র সেই বাইবেলীয় প্রমাণগুলোকে আড়াল করা নয়, যা খ্রিস্টবিরোধীকে রোমের পোপ হিসেবে চিহ্নিত করে; সে তার চেয়েও বেশি কিছু ঢেকে রাখতে উদ্যত ছিল।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে এমন কিছু সত্য আছে, যেগুলো ‘ছয়, ছয়, ছয়’ সংখ্যাযুক্ত মানুষটির বিষয় থেকে বিচ্যুত বাইবেল ব্যাখ্যার এসব ভ্রান্ত পদ্ধতির সৃষ্ট বিভ্রান্তির আচ্ছাদনে ঢেকে গেছে। সেই সত্যগুলোর একটি নিঃসন্দেহে তখনই প্রকাশিত হয়, যখন সাতটি মণ্ডলীকে তাদের পূর্ণতম বিকাশে বোঝা হয়। সাতটি মণ্ডলীর মধ্যে এমন কিছু সত্য রয়েছে, যা সরাসরি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হয়ে রবিবার-আইন সংকটে গিয়ে শেষ হওয়া ইতিহাসের কথা বলে। শয়তান এই আলোটিকে চাপা দিয়ে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে, এবং প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে নিহিত বহু সত্য-মণিকে আড়াল করতে সে শয়তানি কৌশল উদ্ভাবন করেছে—শুধু রোমের পোপকে খ্রিস্টবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়টিই নয়, এমন আরও বহু সত্যকে।

৫৩৮ সালে "অধর্মের মানুষ" প্রকাশিত হওয়ার আগে, ইউসেবিয়াস ও ভিক্টরিনাসের মতো ব্যক্তিরা পোপতান্ত্রিক ক্ষমতার উত্থান আড়াল করার প্রচেষ্টায় প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটির ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। পরবর্তীতে খ্রিস্ট থায়াতিরার প্রতি দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন এবং ধর্মসংস্কারের প্রভাততারা (উইক্লিফ)কে তুলে ধরলেন;

তারপর শয়তান তার শয়তানি কাজকে সমর্থন ও চালিয়ে যেতে দুইজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে সামনে আনল। সত্যের বিকাশ নিয়ে দীর্ঘায়িত যে যুদ্ধ, যা চূড়ান্তে পৌঁছায় যখন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের রহস্য উন্মোচিত হয় (অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তির ঠিক আগে), তা সাতটি মিণ্ডলী থেকে প্রাপ্ত এমন আলো অন্তর্ভুক্ত করে, যা মিলার কখনো স্বীকার করেননি, সিস্টার হোয়াইটও করেননি; তবে সহজেই দেখানো যায় যে মিলার এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা উভয়েই নতুন আলোকে সমর্থন করে, কারণ নতুন আলো কখনোই পুরোনো আলোর বিরোধিতা করে না।

> এটি সত্য যে আমাদের কাছে সত্য আছে, এবং যে অবস্থানগুলো অটল, সেগুলোকে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করতে হবে; কিন্তু ঈশ্বর যে কোনো নতুন আলো পাঠাতে পারেন, তাকে সন্দেহের চোখে দেখা আমাদের উচিত নয়, এবং বলা উচিত নয়, "সত্যি বলতে, এতদিন যে পুরোনো সত্য আমরা গ্রহণ করেছি এবং যাতে আমরা স্থির হয়েছি, তার চেয়ে আমাদের আর কোনো আলো দরকার—এ কথা আমরা দেখতেই পাচ্ছি না।" আমরা যখন এই অবস্থানে অবিচল থাকি, তখন সত্য সাক্ষীর সাক্ষ্য আমাদের প্রতি এই ভর্ৎসনা উচ্চারণ করে: "আর তুমি জানো না যে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত, করুণ, দরিদ্র, অন্ধ ও নগ্ন।" যারা নিজেদের ধনী ও ধন-সম্পদে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করে এবং কোনো কিছুরই প্রয়োজন বোধ করে না, তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে অন্ধ অবস্থায় আছে, এবং তারা তা জানে না। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৭ আগস্ট, ১৮৯৪।

নতুন আলোর প্রধান পরীক্ষা হলো এটি প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধিতা করে কি না, এবং এটি ভিত্তিমূলক সত্যগুলোকে সমর্থন করে কি না।

> "যখন ঈশ্বরের শক্তি কোনটি সত্য সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তখন সেই সত্য চিরকাল সত্য হিসেবেই স্থির থাকবে। ঈশ্বর যে আলো দিয়েছেন, তার বিরোধী কোনো পরবর্তী অনুমান গ্রহণ করা যাবে না। লোকেরা শাস্ত্রের এমন ব্যাখ্যা নিয়ে উঠে আসবে, যা তাদের কাছে সত্য, কিন্তু যা সত্য নয়। এই সময়ের জন্য যে সত্য, ঈশ্বর সেটি আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে দিয়েছেন। তিনি নিজেই আমাদের শেখিয়েছেন সত্য কী। কেউ একজন উঠবে, তারপর আরেকজন, এমন নতুন আলো নিয়ে যা তাঁর পবিত্র আত্মার প্রদর্শনে ঈশ্বর যে আলো দিয়েছেন তার সঙ্গে বিরোধ করে।" Selected Messages, বই ১, ১৬২.

যখন থেকে যোহন তাতে অন্তর্ভুক্ত বার্তাগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তখন থেকেই শয়তান প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটিকে তার আক্রমণের লক্ষ্য করে আসছে। যীশু বললেন:

> কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, অনেক নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমরা যা দেখছ তা দেখতে এবং তোমরা যা শুনছ তা শুনতে আকাঙ্ক্ষা করেছে, কিন্তু দেখেনি এবং শোনেনি। মথি ১৩:১৬, ১৭।

দেখা ও শোনার সঙ্গে যুক্ত আশীর্বাদ হলো যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের বার্তা বোঝার আশীর্বাদ। যখন যোহন "শেষ কালে" যারা এই বার্তাটি দেখে ও শোনে তাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তখন তিনি স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে উপাসনা করতে মাটিতে পড়ে গেলেন; যিনি সঙ্গে সঙ্গে যোহনকে তা না করতে বললেন।

> আর আমি, যোহন, এসব দেখলাম এবং শুনলাম। আর যখন আমি এসব শুনলাম ও দেখলাম, যিনি আমাকে এসব দেখিয়েছিলেন সেই স্বর্গদূতের পায়ের সামনে উপাসনা করতে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ, এটা করো না; কারণ আমি তোমার সহদাস, তোমার ভাইদের—যারা নবী—এবং যারা এই পুস্তকের বাক্যসমূহ পালন করে তাদেরও সহদাস। ঈশ্বরকে উপাসনা করো।' প্রকাশিত বাক্য ২২:৮, ৯।

গ্যাব্রিয়েল ও যোহন উভয়েই সৃষ্ট সত্তা; যাদের উপাস্য কেবল সৃষ্টিকর্তা। স্বর্গদূতসহ অনেকে নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি জগতের শেষকালে যখন "মধ্যরাত্রির আহ্বান"-এর বার্তাটি পুনরায় ঘোষণা করা হবে, তখন তা "দেখতে" ও "শুনতে" আকাঙ্ক্ষা করছেন।

> খ্রিস্ট বললেন, 'ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, অনেক নবী ও ধার্মিক লোক তোমরা যা দেখছ তা দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু দেখেননি; আর তোমরা যা শোন, তা শুনতে, কিন্তু শোননেনি' [Matthew 13:16, 17]. ধন্য সেই চোখ, যা ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে দেখা বিষয়গুলো দেখেছিল।
>
> "বার্তাটি দেওয়া হয়েছে। এবং বার্তাটি পুনরাবৃত্তি করতে কোনো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, কারণ সময়ের লক্ষণসমূহ পূরণ হচ্ছে; সমাপনী কাজটি করতেই হবে। অল্প সময়ে একটি মহান কাজ সম্পন্ন হবে। ঈশ্বরের বিধানে শীঘ্রই একটি বার্তা দেওয়া হবে, যা বর্ধিত হয়ে এক উচ্চ আহ্বানে পরিণত হবে। তখন দানিয়েল তাঁর বরাদ্দ স্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর সাক্ষ্য দেবেন।" Manuscript Releases, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৪৩৭.

ধার্মিক মানুষরা (যোহন) এবং তাঁদের সহদাসরা (স্বর্গদূতরা) যা দেখতে চেয়েছিলেন, তা ছিল অ্যাডভেন্টিজমের শেষে মধ্যরাত্রির আহ্বানের চূড়ান্ত পরিপূর্তি, যখন পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় আলোকিত হবে। শেষ বৃষ্টিতে শক্তির সেই চূড়ান্ত প্রকাশ যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের সিলমোহর খুলে দেওয়ার মাধ্যমে ঘটিত হয়।

> যে পরিত্রাণ সম্পর্কে নবীগণ খোঁজখবর নিয়েছেন ও যত্নসহকারে অনুসন্ধান করেছেন—যারা তোমাদের প্রতি আসিবার অনুগ্রহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে যে খ্রিষ্টের আত্মা ছিল, তা কখন, বা কেমন ধরনের সময়ের কথা নির্দেশ করছিল—এ কথা তাঁরা অনুসন্ধান করছিলেন—যখন সেই আত্মা পূর্বেই খ্রিষ্টের দুঃখভোগ এবং পরে প্রকাশিত হওয়ার মহিমা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। যাদের কাছে এ কথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, এগুলি তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, আমাদের জন্য সেবা করছিলেন—সেই বিষয়গুলি এখন স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মার দ্বারা তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচারকারীদের মাধ্যমে তোমাদের জানানো হয়েছে; আর এই বিষয়গুলোর মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে স্বর্গদূতেরাও আকাঙ্ক্ষা করে। এই কারণে তোমাদের মনের কোমর বেঁধে, সংযমী হও, এবং যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশের সময় তোমাদের প্রতি আনা হবে যে অনুগ্রহ, তার প্রতি শেষ পর্যন্ত আশা স্থাপন কর। ১ পিতর ১:১০-১৩।

নবীরা, ধার্মিকজন এবং স্বর্গদূতেরা আকাঙ্ক্ষা করেছেন সেই সময়ে বাস করতে, যখন "কৃপা", অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি, "মধ্যরাত্রির আহ্বান"-এর চূড়ান্ত পরিপূর্তির সময় ঢেলে দেওয়া হয়। সেই "কৃপা", যা ঈশ্বরের সৃষ্টিশীল শক্তি, মানুষের কাছে আসে যখন যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের সিলমোহর খোলা হয়। শয়তান জানে যে ঈশ্বরের সৃষ্টিশীল শক্তি তাঁর লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পথটি সম্পন্ন হয় প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে সিলমোহর খোলা যে বার্তার মাধ্যমে; তাই প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে নিহিত আলোকে গুলিয়ে দেওয়া,

দমন করা এবং আড়াল করাই তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হয়ে এসেছে। সেই আলো কেবল অধর্মের মানুষের সনাক্তকরণ নয়, কারণ সেই সত্যটি বহু শতাব্দী আগে সকল প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারক সম্পূর্ণভাবে নথিভুক্ত করেছেন।

> প্রভুর দিনে আমি আত্মায় ছিলাম, এবং আমার পিছনে তূর্যধ্বনির ন্যায় এক মহা স্বর শুনলাম, যে বলছিল, আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ; আর যা তুমি দেখ, তা একটি পুস্তকে লিখ, এবং এশিয়ায় যে সাতটি মণ্ডলী আছে, তাদের কাছে পাঠাও—এফেসুস, স্মির্না, পার্গামোস, থুয়াতীরা, সার্দিস, ফিলাদেলফিয়া, ও লাওদিকিয়া। তখন আমি আমার সঙ্গে যে স্বর কথা বলছিল, তা দেখতে ফিরে দাঁড়ালাম; এবং ফিরে দেখে দেখলাম সাতটি সোনার দীপাধার; আর সেই সাতটি দীপাধারের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের সদৃশ একজন, যিনি পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌঁছায় এমন বস্ত্র পরিহিত, এবং বক্ষদেশে সোনার কর্দনি দ্বারা বাঁধা। তাঁর মাথা ও চুল উলের মতো সাদা, তুষারের মতোই সাদা; এবং তাঁর চোখ অগ্নিশিখার মতো; আর তাঁর পা উৎকৃষ্ট পিতলের ন্যায়, যেন ভাটায় দগ্ধ; এবং তাঁর স্বর বহু জলের কলরোলের মতো। তাঁর ডান হাতে ছিল সাতটি নক্ষত্র; এবং তাঁর মুখ থেকে বের হচ্ছিল এক ধারালো দ্বিমুখী তলোয়ার; এবং তাঁর মুখমণ্ডল ছিল যেমন সূর্য তার শক্তিতে দীপ্ত হয়। যখন আমি তাঁকে দেখলাম, আমি মৃতের ন্যায় তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলাম। তখন তিনি তাঁর ডান হাত আমার উপর রেখে আমাকে বললেন, ভয় করো না; আমি প্রথম ও শেষ; আমি জীবন্ত, এবং মৃত ছিলাম; আর দেখ, আমি চিরকাল জীবিত; আমেন; এবং পাতাল ও মৃত্যুর চাবি আমার কাছে আছে। তুমি যা দেখেছ, এবং যা আছে, এবং যা পরে হবে—সেগুলি লিখ। প্রকাশিত বাক্য ১:১০-১৯।

অ্যাডভেন্টিজম ‘ঐতিহাসিকতাবাদী’ পদ্ধতিকে সমর্থন করলেও তারা স্বীকার করেছিল যে প্রকাশিত বাক্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত সব গির্জাই শেষ গির্জায় পুনরাবৃত্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, উনবিংশ শতকের শেষভাগেই শয়তান অ্যাডভেন্টিজমের চোখ বন্ধ করে দিচ্ছিল সেই পবিত্র পদ্ধতির প্রতি—এবং ওই পদ্ধতির সংরক্ষণ ও চর্চার প্রতি—যা ‘ভবিষ্যদ্বাণীর মহান সত্যগুলির আমানতদার’ হিসেবে তাদের দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অ্যাডভেন্টিজমের ভেতরে পদ্ধতিটি উপেক্ষিত হচ্ছিল বটে, তবু এমন লোক ছিলেন যারা সেই পবিত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। আমরা ‘পাটমোসের দ্রষ্টার কাহিনি’ গ্রন্থটিকে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করি এ কথার যে, সব গির্জাকে লাওদিকিয়ার ইতিহাসের ওপর প্রয়োগ করা ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বৈধ প্রয়োগ। নিচে উক্ত গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, যা আমি যে বিষয়ে ইঙ্গিত করছি তা স্পষ্ট করে।

> "মনে রাখা উচিত যে, যেমন খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে শেষ মণ্ডলীতে এফেসুস, স্মির্না ও পার্গামোসের অভিজ্ঞতা পুনরাবৃত্ত হবে, তেমনি শেষ প্রজন্মে থাইয়াতিরার ইতিহাসেরও একটি প্রতিরূপ থাকবে।" স্টিফেন এন. হাসকেল, পাটমোসের দ্রষ্টার কাহিনী, ৬৯।

হ্যাস্কেল সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন যে প্রথম চারটি গির্জার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে, অথবা তাঁর কথায়, 'শেষ প্রজন্মে এর প্রতিরূপ থাকবে।'

> “তিনি পরীক্ষাটি প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু সবকিছুই ১৮৪৩ সালকে সেই সময় হিসেবে নির্দেশ করেছিল যখন বিশ্বকে তার ত্রাণকর্তাকে স্বাগত জানাতে হবে। খ্রিস্টের প্রথম আগমনের সময় মানুষের অবস্থা এখন পুনরাবৃত্ত হলো।” স্টিফেন এন. হ্যাস্কেল, স্টোরি অফ দ্য সিয়ার অফ প্যাটমস, ৭৫.

হাস্কেল বলেছিলেন, উইলিয়াম মিলার ১৮৪৩ সালকে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তিনি আরও উল্লেখ করেন যে মিলারাইটদের সময়ে প্রথম আগমনের পরিস্থিতিগুলো পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। হাস্কেল সঠিক ছিলেন, এবং সিস্টার হোয়াইট নিশ্চিত করেন যে মিলার স্বয়ং বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিলেন।

> "যেমন বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশুর প্রথম আগমনের আগাম বার্তা দিয়েছিলেন এবং তাঁর আগমনের পথ প্রস্তুত করেছিলেন, তেমনি উইলিয়াম মিলার ও যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তারা ঈশ্বরের পুত্রের দ্বিতীয় আগমন ঘোষণা করেছিলেন।" আর্লি রাইটিংস, ২২৯।

হাস্কেল এমনকি চিহ্নিত করেন যে পার্গামোসের ইতিহাসকালে (মূর্তিপূজার সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের আপসকে প্রতিনিধিত্বকারী তৃতীয় গির্জা), পঞ্চম গির্জা সার্দিসের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

> "পার্গামোসের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন খ্রিস্টধর্ম মনে করেছিল যে পৌত্তলিকতা মৃত; কিন্তু বাস্তবে, যে ধর্মটি আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত বলে মনে হচ্ছিল, সেই-ই জয়লাভ করেছিল। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে পৌত্তলিকতা গির্জায় প্রবেশ করল। সার্দিসের দিনগুলোতে এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।" স্টিফেন এন. হাস্কেল, পতমোসের দ্রষ্টার কাহিনি, ৭৫, ৭৬।

সার্দিস ছিল সেই ধর্মসংস্কার মণ্ডলী, যা জেগে উঠেছিল এবং পোপতন্ত্রের শয়তানি ভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল; কিন্তু তাদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই তারা রোমের দিকে ফিরে যেতে শুরু করেছিল। তারা, পার্গামোসের মণ্ডলীর মতোই, মনে করেছিল যে পোপতন্ত্র মৃত, কিন্তু বাস্তবে তা তখনও জীবিত ছিল। হাস্কেল আরও উল্লেখ করেন যে অবশিষ্ট মণ্ডলীর উপর "সমস্ত অতীত যুগের সঞ্চিত কিরণ" উদ্ভাসিত হয়।

> "এই শেষ গির্জা—অবশিষ্টাংশ—এর উপর সমস্ত অতীত যুগের সঞ্চিত রশ্মি দীপ্তি ছড়ায়।" স্টিফেন এন. হাসকেল, প্যাটমোসের দ্রষ্টার কাহিনী, ৬৯।

আমি এটা বলছি না যে Haskell স্বীকার করেছিলেন যে সাতটি গির্জা দ্বারা উপস্থাপিত ক্রমবিকাশমান ইতিহাসটি প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাসেও পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তিনি যখন লিখেছেন যে "সমস্ত অতীত যুগের সঞ্চিত রশ্মি" "আলোকপাত করে" "শেষ গির্জার" উপর, তখন তিনি অবশ্যই সেই সত্যকে সমর্থন করেন। প্রাচীন ইস্রায়েল "অতীত যুগগুলোর" "রশ্মি"র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এবং যদিও প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাসে সাতটি গির্জার প্রতীকার্থ চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগুলো তিনি সমর্থন করেন, ওই প্রতীকগুলিতে উপস্থাপিত সাদৃশ্যগুলো তিনি কতটা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন, সে বিষয়ে আমি অনিশ্চিত। আমি আরও নিশ্চিত যে সাতটি গির্জা দ্বারা উপস্থাপিত ইতিহাসসমূহের একটি আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি চিনতে পারেননি, যে দিকটির দিকে আমরা এগোচ্ছি।

আমরা আমাদের পরবর্তী নিবন্ধে এই সত্যটি নিয়ে আলোচনা করব।